গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৪০৭ তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: **হাজিরা শিট ও ওএমআর ফরম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কেন্দ্রগুলোতে জরুরী নির্দেশনা প্রদান।**

সূত্র: আইআইসিটি, বুয়েট এর পত্র নং আইআইসিটি/খাদ্য/২০২১/১১/০৯, তারিখ: ০৯/১১/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র ও হাজিরা শিট প্রক্রিয়াকালে কিছু পর্যবেক্ষণ এবং সেসকল বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর (২য়, ৩য় ও ৪র্থ ধাপ) আগে কেন্দ্রসমূহে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(১) অনেক কেন্দ্র থেকে হাজিরা শিটসমূহ স্ট্যাপল করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। হাজিরা শিট মেশিনে পড়া হয়; স্ট্যাপল করা হলে মেশিনে আটকে যায়; যার কারনে সংশ্লিষ্ট মেশিনটি বড় ধরনের সমস্যার কবলে পড়তে পারে, বিধায়, হাজিরা শিট কোন অবস্থাতেই স্ট্যাপল করা যাবে না।

(২) ওএমআর ফরমসমূহ ৫০০ টি বা তার চেয়ে কম সংখ্যায় প্যাকেট করতে হবে; অনেকে সে সকল প্যাকেটের মধ্যে কক্ষ ভিত্তিক আলাদা আলাদা রাবার ব্যান্ড দিয়ে পৃথক করে পাঠিয়েছে; এতে করে প্রতিটি অংশ খুলে খুলে প্রসেস করতে হচ্ছে, বিধায়, অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। ফলে ওএমআর ফরম বান্ডেল করার সময় কক্ষভিত্তিক আলাদা আলাদা করে পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

(৩) ওএমআর ফরম একসাথে করার সময় কিছু ফরমের ওরিয়েন্টেশন একদিকে এবং কিছু অন্যদিকে রাখা হয়েছে। এতে ফরমসমূহ মেশিনে পড়ার সময় কোনটি পড়তে পারে কোনটি পড়তে পারেনা। পুনরায় ওরিয়েন্টেশন ঠিক করে পড়াতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে। তাই সকল ফরম একই ওরিয়েন্টেশনে (লিথোকোড হয় উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে রেখে) সাজাতে হবে।

এমতাবস্থায়, আইআইসিটি, বুয়েট এর উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহ কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: আইআইসিটি,বুয়েটের নির্দেশনামূলক পত্র।

১০-১১-২০২১
শেখ মুজিবর রহমান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
ইমেইল: dg@dgfood.gov.bd

বিতরণ :
১) জেলা প্রশাসক, ঢাকা, টাংগাইল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম,

রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, খুলনা,
যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা,
সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, নীলফামারী,
দিনাজপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও।
২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, টাংগাইল, ফরিদপুর,
চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, খুলনা,
যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা,
সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, নীলফামারী,
দিনাজপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও।

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৪০৭/১(১৫) তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) পরিচালক, ব্যুরো অফ রিসার্চ, টেস্টিং এন্ড কনসালটেশন (বিআরটিসি), বুয়েট।
৪) ড. মো: রুবাইয়াত হোসেন মন্ডল, অধ্যাপক ও পরিচালক, আইআইসিটি, বুয়েট।
৫) অধ্যাপক ড এস এম লুৎফুল কবীর, প্রকল্প সমন্বয়কারী, আইআইসিটি, বুয়েট।
৬) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/খুলনা/রংপুর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/রাজশাহী/ময়মনসিংহ।
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮) অফিস/মাস্টার কপি।

১০-১১-২০২১
মোঃ আশরাফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক

ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
টেলিফোনঃ ৯৬৬৫৬০২, পিএবিএক্স নং ৯৬৬৫৬৫০-৮০-৬৫১৬
BUET

স্মারক নং- আইআইসিটি/খাদ্য/২০২১/১১/০৯ তারিখঃ ০৯/১১/২০২১

বরাবর
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

বিষয়ঃ কেন্দ্রগুলোতে কিছু জরুরী নির্দেশনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র ও হাজিরা শীট প্রক্রিয়া কালে কিছু পর্যবেক্ষণ ও সেই সকল বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরীক্ষাগুলোর আগে কেন্দ্রসমূহের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা প্রেরণ করা অত্যন্ত জরুরী।

১। অনেক কেন্দ্র থেকে হাজিরা শীটসমূহ স্ট্যাপল করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। হাজিরা শীট মেশিনে পড়া হয়, স্ট্যাপল করা হলে মেশিলে তা আটকে যায়, যার কারনে সংশ্লিষ্ট মেশিনটি বড় ধরনের সমস্যার কবলে পড়তে পারে, তাই সকল কেন্দ্রকে এটা অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা দিতে হবে যে, হাজিরা শীট কোন অবস্থাতেই স্ট্যাপল করা যাবে না।

২। ওএমআর ফরমসমূহ ৫০০টি বা তার চেয়ে কম সংখ্যায় প্যাকেট করতে হবে, অনেকে সেই সকল প্যাকেটের মধ্যে কক্ষভিত্তিক আলাদা আলাদা রাবার ব্যান্ড দিয়ে পৃথক করে পাঠিয়েছে এতে করে প্রতিটি অংশ খুলে খুলে প্রসেস করতে হচ্ছে বিধায় অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, তাই এই নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন যে, ওএমআর ফরম বান্ডেল করার সময় কক্ষভিত্তিক আলদা আলাদা করে পাঠানোর প্রয়োজন নাই।

৩। ওএমআর ফরম একসাথে করার সময় কিছু ফরমের ওরিয়েন্টেশন একদিকে, কিছু ফরমের অন্যদিকে করে রাখা হয়েছে, এতে মেশিনে যখন সেগুলো পড়া হয়, কোনটি পড়তে পারে কোনটি পড়তে পারে না, পুনরায় ওরিয়েন্টেশন ঠিক করে পড়াতে হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে। তাই এটা নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন যে, সকল ফরম যেন একই ওরিয়েন্টেশনে (লিথো কোড হয় উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে রেখে) সাজানো হয়।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

আমাদের সর্বতো সহযোগীতার আশ্বাস সহ -

ধন্যবাদান্তে -

09/11/2021
(ডঃ মোঃ রুবাইয়াত হোসেন মন্ডল)
অধ্যাপক ও পরিচালক
আইআইসিটি, বুয়েট, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১) পরিচালক, ব্যুরো অফ রিসার্চ, টেস্টিং এন্ড কন্সাল্টেশান (বিআরটিসি), বুয়েট, ঢাকা-১০০০।
২) অধ্যাপক ডঃ এস. এম. লুৎফুল কবীর, প্রকল্প সমন্বয়কারী, আইআইসিটি, বুয়েট, ঢাকা-১২০৫।
৩) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৪) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।